সাতদিন

৩১ মে : বহুল আলোচিত বাংলা ভাইয়ের সন্ধান দিতে পুলিশ ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

সুরমা নদীর ওপর কিন ব্রিজের স্থলে ঝুলন্ত সেতু বাস্তবায়নের দাবিতে সিলেট মহানগরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়েছে।

১ জুন : চট্টগ্রাম মহানগরীর অনতিদূরে হাটহাজারী ও সীতাকুন্ড সংলগ্ন গহিন অরণ্যে অজ্ঞাত একটি সন্ত্রাসী গ্রুপের আস্তানা থেকে প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত ২৪টি আগ্নেয়াস্ত্রের কাঠের ডামিসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান, জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি এবং ঠিকাদার সমিতির সাধারণ সম্পাদক গোলাম পারভেজ দিদারকে সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে।

২ জুন : ঢাকা-১০ আসনের উপ-নির্বাচনের ওপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে। একই সঙ্গে আদালত রিটের অভিযোগটি হাইকোর্ট দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য মামলার সব পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রথম বর্ষে ভর্তিকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে।

৩ জুন : চোরাচালান পণ্য আটককে কেন্দ্র করে রাজশাহীতে বিডিআর-পুলিশ-জনতা সংঘর্ষে ওসি ও মেজরসহ প্রায় ২৫ জন আহত।

ইপিজেডের বাইরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতকে বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করার সুপারিশ করেছে বিশ্বব্যাংক।

৪ জুন : রাজধানীতে বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় শিশুসহ নয় বাসযাত্রী জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়।

৫ জুন : ব্যাপক লাঠিচার্জ, গুলি, বোমা, সংঘর্ষ ও গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ আহূত হরতাল পালিত।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। কোনো মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এটাই প্রথম বাংলাদেশ সফর।

৬ জুন : মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের উপনির্বাচনে বিকল্প ধারার প্রার্থী মাহী বি. চৌধুরী বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন।

রাজধানীতে বিদেশ ফেরত যুবকসহ ৩ জন খুন।

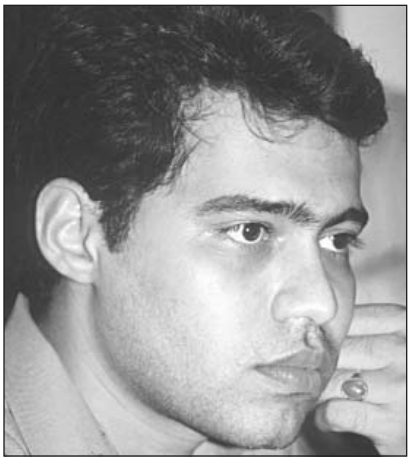

মাহীর জয় ফালুর জন্য এলার্মিং

মাহী জিতবেন এটা সবারই জানা ছিল। কিন্তু দ্বিগুণেরও বেশি ভোটে জিতবেন এটা অনেকেই ভাবেননি। হয়েছে ঠিক তাই। মাহী পেয়েছেন ৭৬ হাজার ৫৯৮ ভোট অন্যদিকে বিএনপি প্রার্থী মোমিন আলী পেয়েছেন ৩০ হাজার ৪১৬ ভোট।

মাহীর এ বিপুল বিজয় ভাবিয়ে তুলেছে বিএনপির হাইকমান্ডকে। তার চেয়েও এটি বেশি ভাবনার বিষয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব এবং ঢাকা-১০ আসনে বিএনপি প্রার্থী মোসাদ্দেক আলী ফালুর জন্য। মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে দলের এই বিপুল বিজয় বিকল্পধারা প্রার্থী মেজর মান্নানকে মানসিক দিক থেকে অনেকখানি এগিয়ে দিল। অন্যদিকে ফালুর মনোবলে চিড় ধরিয়েছে নিশ্চয়ই। দীর্ঘদিন থেকে ফালু বিএনপির রাজনীতিতে অপরিহার্য হলেও দলের ভেতরে এবং বাইরে তার ইমেজ খুব একটা সুখকর নয়। অনেকে মনে করছেন, দলের চেয়ারম্যানের আনুকূল্য নিয়ে তিনি অনেকের ওপর ছড়ি ঘুরাচ্ছেন। অনেক রকম ব্যবসা ভাগিয়ে নিয়েছেন। এজন্য দলের মধ্যে একটি সক্রিয় শক্তিশালী গ্রুপ আছে, যারা চাচ্ছেন এ নির্বাচনের মাধ্যমে তাকে কিছুটা বেকায়দায় ফেলে দিতে।

মেজর (অব:) মান্নান

অন্যদিকে মেজর মান্নানের বিরুদ্ধে মাস্তান লেলিয়ে দিয়ে প্রচার না করতে দেয়া, মার্কা নিয়ে টানা-হেঁচড়া, তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ইত্যাদি ঘটনায় বিএনপি এবং ফালুর ইমেজকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ঢাকা-১০ আসনের সাবেক সাংসদ মেজর মান্নান এবং মুন্সিগঞ্জ-১-এর সাংসদ মাহী দলের বিতর্কিত কর্মকান্ডের প্রতিবাদে পদত্যাগ করার

পর থেকেই ফালু নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করছেন। দেয়াল লিখন, পোস্টার, তোরণ, মিটিং-মিছিল, মতবিনিময় সভা, বিল বোর্ড এবং নিজের টিভি চ্যানেলের সংবাদে প্রতিদিন ২-৩ মিনিটের প্রচার কোনোটাই তিনি বাদ দেননি।

ফালুর এ অতিরিক্ত প্রচারও তার জন্য কাল হয়ে দেখা দিতে পারে।

অপরপক্ষে গত সাধারণ নির্বাচনে ফালুর দল যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের ভোট নিয়েছিল তার সিংহভাগ পূরণে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ করে গত নির্বাচনে এক নম্বর ইস্যু ছিল সন্ত্রাস। বিএনপি সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি ব্যর্থ। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা ভরে উঠছে রক্তাক্ত খবরে। দুর্নীতি নির্মূল ছিল দ্বিতীয় প্রধান ইস্যু। দুর্নীতির তীব্রতা বেড়েছে বৈ কমেনি। বিশেষ একটি ভবনে বিতর্কিত কর্মকান্ড বিএনপির ইমেজ নিঃশেষ করে দিয়েছে।

ঢাকার মানুষ সবচেয়ে বেশি রাজনীতি সচেতন। অন্ধ বিশ্বাসে কোনো দলকে সমর্থন করার চেয়ে যিনি তাদের নিরাপত্তা এবং

ঢাকার মানুষ সবচেয়ে বেশি রাজনীতি সচেতন। অন্ধ বিশ্বাসে কোনো দলকে সমর্থন করার চেয়ে যিনি তাদের নিরাপত্তা এবং জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন তাকেই ভোট দিতে বেশি পছন্দ করে ঢাকাবাসী

জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন তাকেই ভোট দিতে বেশি পছন্দ করে ঢাকাবাসী। কেউ প্রতিশ্রুতি মতো কাজ না করলে তার বিরুদ্ধে এক হাত নিতেও ভুল করে না। এদিক দিয়েও তেজগাঁও-রমনা আসনের সাধারণ মানুষের ভোট বিএনপির বিপক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর রয়েছে আওয়ামী লীগের বিশাল ভোটব্যাংক। আওয়ামী সমর্থকরা বিএনপি প্রার্থীকে হারানোর মোক্ষম সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাইবে না নিশ্চয়ই। এসব কিছুর পরে রয়েছে নোয়াখালী ইজম। এই নির্বাচনী এলাকায় নোয়াখালী অঞ্চলের বিপুল পরিমাণ ভোট আছে, যারা বরাবর মান্নানকে ভোট দিয়ে আসছে।

নির্বাচনী সব রকম ইকুয়েশনই ক্রমশ ফালুর বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে ফালুকে জিততে হলে কারচুপির পথে যেতে হবে। কিন্তু খোদ রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রের এ আসনে কারচুপি করা মারাত্মক ঝুঁকিপূণ। দেশবাসী, মিডিয়া, দাতাগোষ্ঠী, বিদেশী পর্যবেক্ষক এতো অনুসন্ধানী চোখ ফাঁকি দিয়ে কারচুপি করা সত্যিই ঝুঁকিপূর্ণ। সরকার কারচুপির চেষ্টা করলে দারুণ বেকায়দায় পড়বে। এরকম ভুল সরকারের করার কথা নয়।

e‘i j Avjg bvwej

আপনাদের আর কত লাশ দরকার

বদরুল আলম নাবিল

আমি আর মিমি দুই বোন। একজন এসএসসি পরীক্ষা দিলো আরেকজন নবম শ্রেণীর ছাত্রী। ওরা রাজনীতি বোঝে না, ক্ষমতা বোঝে না। হয়ত বুঝতে চায়ও না। ওদের বাবা দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ। মা খাদিজা খানম মহিলা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী। খাদিজার স্বল্প বেতন দিয়েই চলত ৩ মেয়ের লেখা পড়া, স্বামীর চিকিৎসা পুরো সংসারের ভরণ পোষণ এবং বাড়ি ভাড়া। অসুস্থ শাশুড়িকে দেখার জন্য খাদিজা ছোট মেয়ে এরিনকে (৮) নিয়ে গিয়েছিলেন দোহারে শুক্রবার (৪ জুন) সকালে। পরের দিন অফিস করতে হবে তাই বিকেলেই চলে আসেন। দোহার থেকে বাসে গুলিস্তান, সেখান থেকে দোতলা বাসে মিরপুরের বাসায় ফিরছিলেন। রাত তখন সোয়া ৮টা, দোতলা বাসটি শাহবাগের শেরাটন হোটেলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। যাত্রী বোঝাই বাসটির দোতলায় হঠাৎ আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাসে। জীবন বাঁচানোর জন্য কেউ জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে, কেউ অন্যদের মাড়িয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে। এত অল্প সময়ে অনেকেই নামতে পারেনি। ৯ জন হতভাগ্য নারী, পুরুষ এবং শিশু জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায় ঘটনাস্থলেই। আহত হয় অসংখ্য মানুষ। আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে কাতরাচ্ছে।

সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে যে ৯ জন জীবন্ত দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছে তাদের মধ্যে ছিল অমি-মিমির মা খাদিজা এবং তাদের ছোট

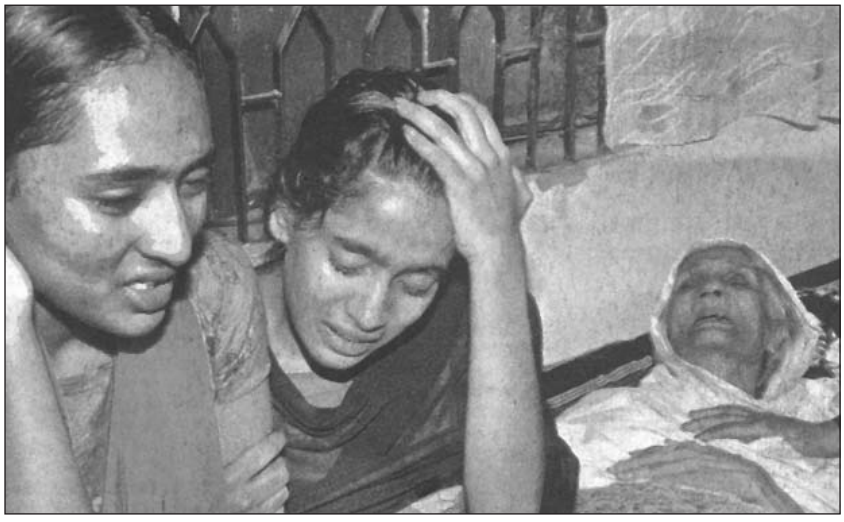

সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মাকে হারিয়ে অমি ও মিমির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

বোন এরিন। আগুন লাগার পর তাদের মা-বোন কিভাবে বাঁচার আকুতি করছিল এরপর জীবন্ত দগ্ধ হতে হতে প্রাণ হারালো তা ভাবতে শিউরে উঠছে অমি আর মিমি। ওদের মা বোন নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। এর চেয়েও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের নির্মম বাস্তবতা এখন তাদের সামনে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটিকে হারিয়ে ওদের লেখাপড়া এমনকি বেঁচে থাকার জন্য যে দুমুঠো খাবার দরকার তাও অনিশ্চিত হয়ে গেছে।

অমি-মিমির মায়ের মতো নিরীহ নিরপরাধ মানুষগুলোকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারায় কার কি লাভ তা ওরা জানে না। স্বজনহারা এই পরিবারগুলোর যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেলো তার প্রতিবিধান কি আমাদের রাজনীতিবিদরা করতে পারবেন!

সরকারি দল বলছে পরের দিন হরতাল সফল করার জন্য আওয়ামী লীগ এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আওয়ামী লীগ বলছে সরকারের মদদপুষ্ট মৌলবাদীরা বিরোধী দলের ওপর

আমাদের রাজনীতিতে বুদ্ধির চর্চা নেই, আছে শঠতা আর বাহুবলের চর্চা। রাজনীতিবিদদের এই নিষ্ঠুরতা আর প্রতিহিংসাপরায়ণতার শিকার বরাবরই হচ্ছেন নিরীহ সাধারণ জনগণ

দোষ চাপানোর জন্য এটা করেছে। কি উদ্দেশ্যে এই জঘন্য বর্বরতা সংঘটিত করল তা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো জানতে পারেনি, হয়ত কোনো দিন জানতেও পারবে না।

রাজনীতির অনেক রকম খেলা আছে, কেউ খেলে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য, কেউ ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য। আমাদের দেশের রাজনীতিকরা রাজনৈতিক খেলার (মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে প্রতিপক্ষকে মেকাবেলা করা) চেয়ে বর্বর এবং নিষ্ঠুর খেলা খেলতেই বেশি পারঙ্গম। কারণ আমাদের রাজনীতিতে বুদ্ধির চর্চা নেই, আছে শঠতা আর বাহুবলের চর্চা। রাজনীতিবিদদের এই নিষ্ঠুরতা আর প্রতিহিংসাপরায়ণতার শিকার বরাবরই হচ্ছেন নিরীহ সাধারণ জনগণ। রাজনীতিবিদদের এই সর্বনাশা খেলার শিকার হয়ে আর কত মানুষ জীবন দিবে? স্বজন হারাবে? মান-সম্মান এবং সম্পদ হারাবে? রাজনীতিকগণ বলবেন কি আপনাদের আর কত লাশ দরকার? অমি-মিমিদের মতো সর্বহারাদের কান্না কি আপনাদের হৃদয়কে, মানবতাবোধকে নাড়া দেয় না। নাকি আপনাদের হৃদয় মরে গেছে, মানবিক বোধও উবে গেছে?

টিএন্ডটি মোবাইল ডিসেম্বরে আসবে কী

রিপোর্ট : **সাইফুল হাসান**

টিএন্ডটি'র মোবাইল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে। আজ কাল করে মাস বছর চলে গেলেও মোবাইল বাজারে আসছে না। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদে ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জানান, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই মোবাইল ফোন গ্রাহকদের হাতে পৌঁছাবে। এ প্রেক্ষিতে সাপ্তাহিক ২০০০ অনুসন্ধান চালায়, আসলেই আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে গ্রাহকদের হাতে মোবাইল ফোন পৌঁছে দেয়া সম্ভব কি-না? টিএন্ডটি'র বিভিন্ন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝা যায়, সরকারের পক্ষে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে মোবাইল ফোন পৌঁছে দেয়া প্রায় অসম্ভব। যদি সেটা টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় করে দেখাতে পারে তবে সরকারের সেবা খাতের এটা হবে অসাধারণ এক পারফর্মেন্স। অনুসন্ধানে জানা যায়, সরকারের এই প্রকল্পটি মোট ৭৯৬ কোটি টাকার। এর মধ্যে ৪৫০ কোটি টাকা বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং আনয়নে খরচ হবে। বাকি প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয় হবে হাইওয়ে জুড়ে টাওয়ার নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে। সরকার এই টাকা বন্ড বিক্রির মাধ্যমে আয় করবে। সরকার কবে এই বন্ড বিক্রি শুরু করবে সে বিষয়ে টিএন্ডটির

কর্মকর্তারা কিছু জানাতে পারেননি। জানা গেছে পুরো প্রকল্পটির অর্থায়নে সিটি ব্যাংক এন এ সহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করবে। এ অবস্থায় ডিসেম্বরের মধ্যে গ্রাহকদের হাতে মোবাইল ফোন কিভাবে পৌঁছে দেয়া সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাবে টিএন্ডটির উর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সরকারের ঘোষণা হলো ডিসেম্বরের মধ্যে মোবাইল ফোন আসবে। সে লক্ষ্যে আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু মূল কথা হলো টাকা। সরকার বন্ড

একটি খবর এবং কয়েকটি প্রশ্ন

এসপি বাতেন ঘুষ দেবার চেষ্টার অপরাধে ৩ জুন গ্রেপ্তার হন। ৪ জুন পত্রিকার খবরে জানা যায়, আগের দিন সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে তিনি ৩ লাখ টাকার একটি প্যাকেট দেন, যেন তাকে খাগড়াছড়ি বদলি করা না হয়। প্যাকেটে টাকার কথা জেনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে আইজিকে ডেকে এসপি বাতেনকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। খবরটি পড়ার পর নিজের মনে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

১. উর্ধ্বতন কর্মকর্তার যদি ঘুষ না খাওয়ার রেকর্ড থাকে, তবে আপনি কি সরাসরি তাকে ঘুষ দিতে যাবেন?

২. আপনার অফিসে কে ঘুষ খায় আর খায় না তা কি আপনি জানবেন না?

৩. উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ঘুষ কি সরাসরি দেবেন, না কোনো মাধ্যম ব্যবহার করবেন? (যদি তা প্রথমবারের মতো হয়?)

৪. যদি আপনার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সরাসরি নগদ অর্থ উৎকোচ হিসেবে দেন তবে সেই অর্থ আলামত হিসেবে থাকার কথা। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলে সঙ্গে সঙ্গে আলামত হিসেবে সেই অর্থ কি অন্যরা দেখত না? যদি আলামত হাজির করা না হয় তবে কি বলবেন?

৫. আপনি আপনার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ঘুষ দেবার সাহস দেখাবেন কখন?

প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবুন, উত্তর পেয়ে যাবেন এমনিতেই।

বিক্রি করে টাকা সংগ্রহের কথা বলেছে। অন্যান্য কিছু বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পের জন্য ঋণ দিচ্ছে। টাকা হাতে পেলে হয়তো নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব হতো কবে নাগাদ আমরা মোবাইল অপারেটিংয়ে যেতে পারবো। আমি যতটুকু বুঝি তাতে মনে হয় না ডিসেম্বরের মধ্যে মোবাইল গ্রাহকদের সামনে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। তারপরও সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।'

অনুসন্ধানে জানা যায়, টিএন্ডটি'র প্রস্তাবিত প্রজেক্টে তারা জিএসএম প্রযুক্তির মোবাইল আউটগোয়িং কলের জন্য মূল্য নির্ধারণ করেছে মিনিট প্রতি ১ টাকা । এনডব্লিউডি কল মিনিট প্রতি ৫ টাকা। সিম বা ইনস্টলেশন বাবদ এককালীন ৪০০০ টাকা আদায়ের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। টিএন্ডটি বোর্ড শুধুমাত্র সিম বিক্রি করবে। গ্রাহকদের মোবাইল সেট মার্কেট থেকে সংগ্রহ করতে হবে। প্রথম অবস্থায় টিএন্ডটি আড়াই লাখ ফোন ছাড়বে। ফোনের নেটওয়ার্ক মোটামুটি ৬৪টি জেলা করবে। মোবাইল প্রজেক্টের সঙ্গে জড়িত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'দেশে বিস্তৃত হাইওয়ে জুড়েই আমরা টাওয়ার বসাবো। যে সব উপজেলা হাইওয়ের পাশে পড়বে সে সব উপজেলায় আমাদের নেটওয়ার্ক কাভার করবে। এমনিতে প্রতিটি জেলা শহর কাভার হবে। ধীরে ধীরে দেশের প্রতিটি অঞ্চলই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।'

বর্তমানে দেশে ৪টি বেসরকারি মোবাইল অপারেটিং কোম্পানি তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। সিটিসেল, গ্রামীণ, একটেল ও সেবা- এই চারটি কোম্পানিরই কলরেট পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের তুলনায় বহুগুণে বেশি। এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ, হতাশা থাকলেও সরকার কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এই চারটি কোম্পানিই এখন পর্যন্ত ইনকামিং চার্জ অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু টিএন্ডটি'র মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে কোনো ইনকামিং চার্জ আরোপ করা হবে না। টিএন্ডটি'র অপর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, এই বিষয়ে আমরা এখনও প্রস্তাবনা পেপার তৈরি করছি। সেটি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। মন্ত্রণালয় পুরো প্রজেক্টটি পর্যালোচনা করে টিআরসিতে (টেলিফোন রেগুলারিটি কমিশন) পাঠাবে। কারণ টিএন্ডটির কলচার্জ বেসরকারি অপারেটরদের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং সহজে তারা এটা মানতে চাইবে না। টিআরসিতে যাবার পর বেসরকারি অপারেটরদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি করতে হবে। সব মিলিয়ে শুধু এই কাজটি করতেই আর ও মাস তিনেক লেগে যাবে। এছাড়া দেশব্যাপী হাইওয়ে ধরে টাওয়ার বসানো বিভিন্ন জায়গায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন- সব মিলিয়ে দীর্ঘ সময়ের কাজ। দেখা যাক কি হয়।'

এ অবস্থায় সরকারি মোবাইল ফোন মন্ত্রীর ঘোষিত সময়ের মধ্যে আসবে কি না সেটি একটি বড় প্রশ্ন। কারণ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী সরকারের এই ফোনের অপেক্ষায় আছে। ডিসেম্বরের মধ্যে মোবাইল ফোন জনগণের হাতে তুলে দিতে হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করে দ্রুত অর্থসংস্থান ও টিএন্ডটি বোর্ডকে কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। তারপরও এত স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশাল এই কর্মযজ্ঞ সম্পাদন সম্ভব কি না সেই সন্দেহ থেকেই যায়। টিএন্ডটি বোর্ডের কর্মকর্তারা এই সন্দেহের সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত রুচিশীল ও সুন্দর মনের মেয়েদেরকে বন্ধুত্বের প্রত্যাশায় লেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। -Murad Ahmed, 9 Stokes close, Bishops Cannings, Devizes, Wiltshire SN10 2RS, United Kingdom.

***

বান্ধবী চাই। ২৯ থেকে ৩৫ বছর বয়সের রাজধানীর যেকোনো স্ট্যাটাসের উদার মনের মেয়ে লিখতে পারেন। -মাহবুব, বক্স নং-৩১৯, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

বিদেশী/বাংলাদেশী সর্বস্তরের মেয়েদের মিতালীতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিবাহিতা/অবিবাহিতা সবাই এক কপি ছবিসহ, বাংলায় কিংবা ইংরেজিতে নিঃসঙ্কোচে লিখতে পারেন। উত্তরের নিশ্চয়তা ১০০%। ১ম, ২য় ও ৩য় লেখিকারা পাবেন একটি করে মূল্যবান উপহার। Jafar, post Box-7358, Dammam-31411, Saudi Arabia, E-mail : Zashilpi@yahoo.com

***

নীলা, যোগাযোগ কর। -সাগর ০১৭১৯০৮৫৫০

***

শারমীন, যোগাযোগ কর। -সাগর ০১৭১৯০৮৫৫০

পাত্র আবশ্যক। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের অবিবাহিতা ত্রিশোর্ধ্ব সুশ্রী বিএ পাস পাত্রীর জন্য, দেশে-বিদেশে অবস্থানরত (আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ডের পাত্র অগ্রগণ্য) ৪০ বছর বয়স্ক উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত পাত্র আবশ্যক। উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত পাত্রের ক্ষেত্রে ইস্যুবিহীন ডিভোর্সড পাত্রও গ্রহণযোগ্য। পাত্রের বায়োডাটাসহ বিস্তারিত জানিয়ে যোগাযোগ করুন। এটা মিডিয়া নয়, সরাসরি। - Bilkis Khan, 53, Dinonath Sen Road, Gandaria, Dhaka-1204, Bangladesh, E-mail-bilkis001@dhaka.net.

***

এমন কেউ আছেন কি? যে হতে পারেন আমার একজন ভালো বন্ধু। যাকে বলতে পারি আমার মনের সব কথা। ছোট, বড়, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-গরিব বিবেচ্য নয়।
লিখুন
Shibu Ahmed Riday
Romana Rasturant
Shehra Main-Road
Al-Taief
Mobil-0508328543.
K.S.A

***

সুন্দর মনের স্কুল-কলেজের মেয়েরা লিখ। -রোমিও, বক্স নং-৩২০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা